যায়যায়দিন

তারিখ ... 19 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

টেকনাফে ৭৭ গ্রামে স্কুল নেই

শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে

শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হলে এর সুফল শুধু দেশ ও পুরো জাতিই ভোগ করে না, পুরো মানব জাতিই এর দ্বারা উপকৃত হয়। এর সুপ্রভাব বর্তমান সময়কে ছাড়িয়ে ভবিষ্যৎকেও আলোকিত করে। মেধার বিকাশ ঘটানো তাই যে কোনো দেশ ও জাতির জন্য অনেক গুরুত্ব বহন করে।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা রয়েছে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব, দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের ঘাটতি, সমন্বয়হীনতা এবং সচেতনতার অভাবে দিন দিন দেশের শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে।

সম্প্রতি যায়যায়দিনে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, সীমান্তে অবস্থিত টেকনাফ উপজেলার ৭৭টি গ্রামে কোনো স্কুল নেই। এ উপজেলায় ১২৪টি গ্রাম রয়েছে। উপজেলায় প্রায় সাড়ে তিন লাখ লোকের বাস। এর মধ্যে প্রায় দুই লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ৭৭টি গ্রামে কোনো স্কুল না থাকায় প্রায় ৩০ হাজার শিশু লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত। বিভিন্ন সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা দিলেও স্বাধীনতার ৩৮ বছর পার হওয়ার পরও টেকনাফের ৭৭টি গ্রাম শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে।

এর আগে গত বছর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের ১৪ হাজার গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী ও জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে এর মধ্যে প্রায় দুই হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা উচিত ছিল। বিদ্যালয় না থাকা এ এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে চর, হাওর, পাহাড়সহ অনুন্নত এলাকা।

এই চিত্র প্রমাণ করে, সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলো দেশের সর্বত্র সব মানুষের কাছে, বিশেষ করে অনুন্নত ও অনগ্রসর এলাকায় পৌঁছাতে পারেনি। অথচ নীতিমালা অনুযায়ী দুই হাজার লোক থাকলে সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়। কিন্তু দুই হাজার লোক আছে, অথচ বিদ্যালয় নেই- এমন গ্রামের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পৌনে দুই কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম বিভিন্ন কারণেই মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া গেলেও এ খাতে দৃশ্যত কোনো উন্নয়ন হচ্ছে বলে মনে হয় না।

আসলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে নানা রকম অনিয়ম চলছে। শুধু এমপিওভুক্ত (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) করার বিষয়টিরও যদি উল্লেখ করা হয়, তাহলেও দেখা যাবে সবসময়ই অনিয়ম করা হয়।

বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে। এমনকি উচ্চশিক্ষাও অবৈতনিক করার জন্য নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা দিয়েছে ক্ষমতাসীন দল।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিশাল ম্যান্ডেট নিয়ে বিজয়ী হয়েছে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট। শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়ম ও বৈষম্য দূরীকরণে তাই তাকেই নিতে হবে অগ্রণী ভূমিকা।

সরকার যদি রাজনৈতিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি শিক্ষা খাতের উন্নয়নের দিকটিতেও অধিক মনোযোগী হতো তাহলে এর ইতিবাচক ফল অবশ্যই সূচিত হতো। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শুধু নির্বাচনী ইশতেহার অনুসরণের জন্যই নয়, মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্যই যদি বর্তমান সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে মানুষ তাদের অবদান কখনোই ভুলবে না।